



শ্রী প্রসন্ননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

প্রণীত ।

কলকাতা ।

১৩১১ ।

ILLUSTRATED

BY

BROJENDRA NATH PAUL,

ARTIST

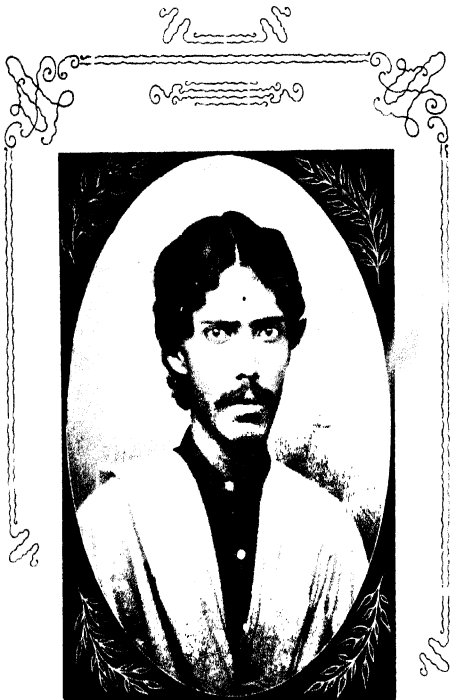
Banjetia Exhibition Gold medalist.

PUBLISHED BY

NIRANJAN KUMAR SEN, B.A.,

Behrampore, Bengal.

All rights reserved
by the Author.



শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Drawn by B. PAL
B. K. Chakravarty, Calcutta, 1904

Mohila Press

উৎসর্গ ।

আমার

কাব্য জগতের প্রধান সুহৃদ

জ্যেষ্ঠ মতোদ্বৈপায়ন

কবি শ্রীবুদ্ধ রমণানোহন ঘোষ বি, এল,

মহাশয়ের করকমলে

এই ক্ষুদ্র পুস্তক সাদরে

অর্পিত হইল ।

প্রিয়নাথ ।



সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১। আবাহন +	১
২। কর্ণবীর রবীন্দ্রনাথের প্রতি	৪
২। উষা +	৫
৪। করুণা	৮
৫। লাক্ষ্মণী	৯
৬। সুধাওনা মোরে	১০
৭। পাগলিনী	১২
৮। প্রেম +	১৫
৯। ভিখারী	১৭
১০। বিদায়	১৯
১১। অতিথি	২২
১২। টাদের উক্তি	২৪
১৩। সংসারে	২৭
১৪। আক্ষেপ	২৯
১৫। হতাশ প্রণয়	৩১
১৬। আসিওনা আর	৩৪
১৭। আহ্বান	৩৬
১৮। পল্লভবন	৪০
১৯। যমুনাকূলে	৪২
২০। চৌকুগেল পাখী	৪৫

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
২১। ভগবৎকবির গান ...	৪৮
২২। সিদ্ধুতীরে ...	৫১
২৩। বর্ষার ...	৫৪
২৪। স্বপনে ...	৫৫
২৫। প্রাণের পত্র ...	৫৭
২৬। চন্দ্রালোকে ...	৬০
২৭। তুমি ও আমি ...	৬২
২৮। অভিমান ...	৬৫
২৯। অস্তিম বাসনা ...	৬৮
৩০। হেমন্তে ...	৭০
৩১। প্রয়াণ ...	৭৩
৩২। রাধা ...	৭৬
৩৩। হারদেশে ...	৭৯
৩৪। বসন্তশেষে ...	৮১
৩৫। হৃৎথে শান্তি ...	৮৩
৩৬। দেবী ...	৮৫
৩৭। শুকতারি† ...	৮৯
৩৮। শেষ আশা ...	৯২

জাগো জাগো হে বীণা আমার !
 অবাস্তব কাহিনী মোর তোমার সঙ্গীতে
 ধ্বনিত হউক প্রাণস্পর্শী রাগিণীতে,
 করুণা জাগা'য়ে হৃদে তা'র ।
 যদিও সে উচ্ছেদ সমাসীনা,
 নিশ্চয় আমি, বল তা'রে বীণা
 এমনি বিভিন্ন সুরে কঙ্কারিত মুচ্ছ'না তোমার ।

* * *



वैष्णोपाधि ।

Designed by B. Pal, Artist.
Berhampore.

Nohila Press.
CALCUTTA.

উষা ।

আবাহন ।

দ্বর্ণ-বীণাটি করে ল'য়ে তুমি

এসগো কিরণময়ি !

আমার হৃদয়-ভূধরের মাঝে

এসমা জননি অরি !

মেঘে ঢাকা ছিল আমার জীবন,

চপলা-দীপ্ত হাসোনি কখন,

আজি কি শুভ্র অরুণ কিরণ

বিকশি' উঠিছে ওই ।

দ্বর্ণ বীণাটি করে ল'য়ে তুমি

এস সঙ্গীতময়ি !

আমার চিত্ত-নির্ঝর-পানে

ওগো সঙ্গীতরাপি,

কণেক বসমা শুক্ল-বসনা

কোলে রাখি' বীণাখানি ।

উদ্ভাস

নিখর ভানে বিলা'রে বাগিনী,
খানক ঘরী কলকলগিনি,
কলকল ঘরী কলকলগিনি,
কলকল ঘরী কলকলগিনি ।
কলকল ঘরী কলকলগিনি,
কলকল ঘরী কলকলগিনি ।

হেথার বারেই এলো কলকল
কলকল কলকল কলকল,
কলকল কলকল কলকল কলকল
কলকল কলকল কলকল ।

কলকল কলকল কলকল কলকল,
কলকল কলকল কলকল কলকল,
কলকল কলকল কলকল কলকল,
কলকল কলকল কলকল কলকল ।
কলকল কলকল কলকল কলকল,
কলকল কলকল কলকল কলকল ।

যেওনা মা আর ভাঙিয়া আবারে,
আবারে নয়ন নীরে !
চিরদিন জেবি করিও অশ্রু
কলকল-নিখর ভীরে ।

১৫৫

কহু এ নরকে শতকোটিপরি .
হৃদয় ভরাই করে কীবা ধরি;
কহু এ নরকে শতকোটিপরি
হৃদয় ভরাই করে কীবা ধরি ।
কহু এ নরকে শতকোটিপরি
হৃদয় ভরাই করে কীবা ধরি ।

১৫৫, ১৫৬ ।

কহু এ নরকে শতকোটিপরি .
হৃদয় ভরাই করে কীবা ধরি;
কহু এ নরকে শতকোটিপরি
হৃদয় ভরাই করে কীবা ধরি ।
কহু এ নরকে শতকোটিপরি
হৃদয় ভরাই করে কীবা ধরি ।
কহু এ নরকে শতকোটিপরি
হৃদয় ভরাই করে কীবা ধরি ।
কহু এ নরকে শতকোটিপরি
হৃদয় ভরাই করে কীবা ধরি ।
কহু এ নরকে শতকোটিপরি
হৃদয় ভরাই করে কীবা ধরি ।

কবির বীণা-বাহার প্রতি ।

দাঁপী মিহায়েল কবি তোমার আশ্রয়ে,
বরণ্য তুমি তাঁর গুহে কবির ;
বাঁচি'ছে সে বর্ণ-বীণ-তরঙ্গ করে,
উঠি'ছে অমিয়া মাথা সমুদ্র-বর ।
মূচ্ছ'নার মূচ্ছ'নার কণ্ঠ মিলাইয়া
তুমি গাহিতেছ গান, সঙ্গীতের তানে
বিভোর অগং, মুগ্ধ নরনারী হিয়া ;
অপূর্ব প্রেমের স্রোত বহে বার প্রাণে ।
তোমার বীণার সবে কবি-কুল-বনে
হুটি' উঠে কুল-কুল, বসন্ত-বন
আমোদিত বহে বার, নরনের কোলে
ধীরে ধীরে ছেলে-আমে বিজিত স্বপন ।
আমি বে পাগল, কবি সঙ্গীতে তোমার,
তোমারি সে বীণা শুনি' শিখি'ছি বহার ।

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ ।

গ্রাম্য জনতার যেতে সারি বসি বস,
 পাগলিনী, কোথা পাবে মিলন এমন ।
 বাহা আছে মোর সখী, সতলে বিবরে তোরে,
 পত কল—হুণীতন জন,
 আবহিতে তরুণা, মলিনাস বিব আমি,
 পাগলিনী, হ'ওনা বিফল ।
 বসন অকল ল'য়ে, তুমি বেন লাগ তরে
 টেনে দিও তব বক্ষোপরে,
 কোকিল শাখীর পরে, ডাকিবে আকুল বরে
 মুহমূহঃ তেমিারি শিররে ।

দিও এ হাজার অলস দিগন্তের কামে
 নহনে রপক বসি দুঃখের আশে,
 কণেক দুখীও হোয়া, শান্ত হ'বে হৃদি বাধা,
 অকলাব হবেনা পথপথে ।
 সজ্জা বসি হ'বে আলো, বসি' আমি তব পাশে
 কেণে কব সাজাওঁ মাদিগী,
 আকাশে খেলিবে চাঁদ, পাতিবে প্রেমেয় কীৰ,
 সতলে হাসিবে কুহুদিনী ।
 মুখে, চক্ষে, বকে, চুলে, বয়ে-পড়া বন কুলে
 বনবেদী সাজাইবে তোরে,

উয়ার দীক্ষার কার্যে
কিন্তু কখনোই কার্য,

কখনোই কখনোই কখনোই

কখনোই কখনোই

বিজ্ঞানের দ্বি-কাল
কিন্তু কখনোই কখনোই

কখনোই কখনোই

এস হেথা হে কখনোই,
কিন্তু কখনোই কখনোই

কখনোই কখনোই

এই বৈশাখ ১৩০৮।



প্রেম ।

*Designed by B. Pal, Artist,
Berhampore.*

Nohila Press.
CALCUTTA.

স্বপ্ন।

প্রেম।

আজি কে তুমি বলনা জগো স্বপ্ন কাননে মোর

বোহিনী বেগে,

ফুল ফুল কানে ধোলে, কুহুর মালিকা গলে,

ফুলবীণা ম'রে কোলে দাঁড়ালে এসে।

কুহুরে ভূষিত কার, কোহিনী মাখান তার,

কুহুর লুটি'ছে পায়, কুহুর কেশে।

আমার কৈশোর জোরে কে তুমি বলনা মোরে

ডাকিলে স্বপ্ন স্বপ্নে করুণাবেশে।

আজি কে তুমি বলনা জগো স্বপ্ন কাননে মোর

দাঁড়ালে এসে।

আজি শারদচাঁদিনি যেন উঠে'ছে কুটিরা মোর

জীবনাকাশে।

ভূষিত চকোরী প্রায় বিভোর বাসনা হার,

আকাশের পানে ধায় সুধার আশে।

কুটিরা উঠি'ছে ফুল, কুহুরিছে শিকফুল,

সরসে সুবসাকুল কুহুর হাসে।

আজি যেন সুখ ঘোরে নরন আসিছে তরে,

কি জানি কাহার তরে কি নব আশে।

আজি শারদ চরিত্রী

এই কবিতা

আজি কে তুহি এসে

এই কবিতা বোবনের রাশি

বাহাও গো বীণাশ্রবণ

কিছুক লহরী তাঁর

নিরাশার প্রিয়দাস

আমার অলিন প্রাণ

মেখিব সে নিশি জেত

কুণ্ডলে স্বপন ঘোর

আজি কে তুহি এসে

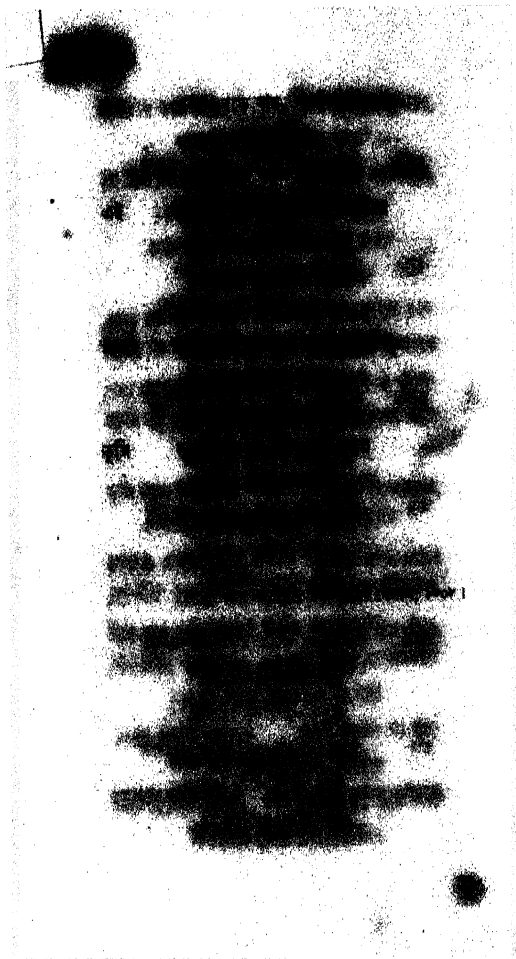
এই কবিতা বোবনের রাশি

১৫ই কার্তিক, ১৩০৭।

[The text in this section is heavily obscured by dark, horizontal streaks, making it illegible.]

कम्पु [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible]

पुर्वि [illegible] [illegible] [illegible]



যদিও এ দেশে অনেক কিছু আছে,

কিন্তু

যদিও এ দেশে অনেক কিছু আছে,

কিন্তু এ দেশে অনেক কিছু আছে,

কিন্তু এ দেশে অনেক কিছু আছে,

কিন্তু এ দেশে অনেক কিছু আছে,

কিন্তু এ দেশে অনেক কিছু আছে,

হৃদনার কত কথা, কত হৃদিবাকুলতা,
 আমাকে কহিতে "স্বপ্ন পাও"।—
 সে দিন বিরাট ভাঙ্গনে, তুমি গলা অকস্মে,
 "করে পালক-ভরে ছুঁই পাও"।

কেন যদি ভনিবায়ের চাপ।
 আজ কি পরিবেশে অতীতের পুষ্পবনে
 দূর-স্মৃতি ব্যরেক বিরাট।
 আমি সে যৌবন আঁতে 'খেলা করি' তোমা সাথে
 এসেছি ঘুরারে তোমার,
 তুমি কেন সবতনে বসাইলে সিংহাসনে,
 কেড়ে নিলে স্বপ্ন আমার।
 বাধিলে প্রণয়-ভোরে, সুখের স্বপ্ন-ঘোরে
 ভরে' এল আমার নয়ন,—
 বিশ্ব ডুবে গেল ধীরে অতল স্থপতির নীরে,
 আগে শুধু তোমারি বদন।

আজ তবু কোথেকে আসে বল।—
 তোমার স্বপ্নের ভেত্রে কেনে বেঁধি কোন্ স্রোতে,
 ছুঁকেছি আমি পল পল!

হরতো ও যদি স্নেহে আসে। মোহ-কামি কামে,
 প্রাণের কাম-কামি মোহ ;
 হরতো নিশেব কামে কাম-কামি কামে,
 কাম-কামি কাম-কামি কামে !
 আমি যে পারি না পার কাম-কামি কামে-ভার,
 স্নেহে ও কাম-কামি কামে ;
 হরছে কাম-কামি কামে, কাম-কামি কামে-ভার,
 কাম-কামি কামে, কাম-কামি কামে !

১৯০৮, ১৯০৮।

নিশি পেরে সে যে গিয়াছে গো চলি',

কোথায় কখন কোথায় গিয়াছে

আলোকে না পাইতে আর !

কোথায় কখন কোথায় গিয়াছে

কহিছিল কেন রাতি আলো বাকি,

গাহিল কত যে কত দুঃখ সাধী

হৃথের-হৃগন-ঘোরে ।

নিশি পেরে সে যে গিয়াছে গো চলি'

আগাশিয়া কেন ঘোরে !

সই কোথা কোথা গিয়াছে গো আলু

কখন কোথা গিয়াছে

আলি কোথা আলি কোথা গিয়াছে

কখন কোথা গিয়াছে

১৯৩৮

কোষ

১৯৩৮

কোষ

১৯৩৮

কোষ

১৯৩৮

কোষ

১৯৩৮

কোষ

১৯৩৮

কোষ

১৯৩৮

কোষ

১৯৩৮

কোষ

১৯৩৮

কোষ

১৯৩৮

কোষ

১৯৩৮

কোষ

১৯৩৮

চাঁদের তাক ।

বাই ভবে চাঁদে পাই ।
 নয়ন ভূষিত, পরাণ আকুল,
 কেননে তোমারে পাই ।
 কত বরিয়াছে নয়নের জল,
 ব্যাকুল হৃদয় চির-চঞ্চল,
 নিরাশ-অনলে হ'ছি' পলেপল
 পরাণ ধরেছে ছাই !

যোর নয়ন ভূষিত, পরাণ আকুল,
 কেননে তোমারে পাই !

কিরণ, আয়ার হ'লেনাত ভূষি,
 ভূষি যে রাবর ধন !
 চাঁদের-কিরণ যদি' কোন বিহে
 রটার বিবর্তন ।

অদ্বৈতিনা নই সূর্য্যি আবারি,
 উজ্জল শুভ্র সূর্য্যে তোমারি,
 যদি কেহ আসে মোদের আশ্রয়,
 আবারে ভূষিয়া পাই !

আজি নয়ন তুণিত, পরাণ আকুল

কেমনে তোমাতে পাই

তপস্বী তোমার, হৃদয়ে নয়

আসিত কেহই নই,

মুখ তুই তাই কহিনাক কথা,

ভবে ভবে গিয়া হই।

গোপনে গোপনে তাসি আঁধারীয়ে,

দাঁড়ায়েছি আসি' মরণের তীরে,

অকুল অতলে ডুবে যাব ধীরে,

আমায় কেহ বে নাই।

হায়, নয়ন তুণিত, পরাণ আকুল,

কেমনে তোমাতে পাই !

যাই তবে, তোমা কি কহিব আর,

তুণিত হ'বে না মোর।

আঁধি হোক তবু আঁধারে আসি

এখন-কখন-কোরে।

নিখিলি কনি স্তম্ভস্বায়ী,

আঁধারে তোমাতে তাসি কারবার,

মোঃ নয়ন কুন্ডু

১৩.৮।

ওগো

স্বপ্নের স্নান করি
স্বপ্নের স্নান করি
স্বপ্নের স্নান করি

আজি

কিছুই জানি না
কিছুই জানি না
কিছুই জানি না

আমি

হৃদয় স্মৃতি করে
হৃদয় স্মৃতি করে
হৃদয় স্মৃতি করে

দেখ

ছুটেছে স্বপ্ন, বিস্তার-লগ্ন
ছুটেছে স্বপ্ন, বিস্তার-লগ্ন
ছুটেছে স্বপ্ন, বিস্তার-লগ্ন

ওগো

জানি না কিছুই—

আমি

জানি না কিছুই—
জানি না কিছুই—
জানি না কিছুই—

বোর

জানি না কিছুই—
জানি না কিছুই—
জানি না কিছুই—

দেখ একাত্তর হয়েছে দিন,
বিহব কাঁপিয়ে বিহব কাঁপিয়ে
আমি এ ছবি তোলা ছবি তোলা

আমি এ ছবি তোলা ছবি তোলা
আমি এ ছবি তোলা ছবি তোলা

ওগো আমার চাচা আমার চাচা
হুগো আমার চাচা আমার চাচা
বসি কোথা হুগো আমার চাচা

যোরে মিলনে হুগো আমার চাচা
বসি কোথা হুগো আমার চাচা

১৯৫৮, ১৯৫৮।

কেন হৃদয়ে বসে যায় অজানি হানে,
কাঁদতে শুরু করে হঠাৎকণে
কনিক জ্যোতিষার হৃদয়ে কেন তাঁর,
ভুবানুভব করে তাই অস্বপ্নে।

ওগো! কিরণ-স্নান করে অস্বপ্নে তব
আজি সে কোথা? কোন্ পৃষ্ঠায়?
স্নিকচ ফুলের কোথায় আঁখির
নীলমে আর মনে জ্বল'ছে।

আজি মিথিত কাল মেঘের মত ঘ্যানি'
গরজি' ফেরে বার আকাশে।
বিজুলি হয়ে তাঁর বেগিছে অমিবার,
তারকা ভূবে বার হজায়ে।

ওগো! বনভয়ে শুধু আঁখি জ্বলিছে অজান
এমন নিশি কাল-নিমগ্নে।
স্বপ্নটি স্বপ্নি আলে, আকাশের মিল হানে,
বাণী-রোয়ে ওঠে কি হলে।

স্বপ্নাশ্রিত

ভক্তি

স্বপ্নাশ্রিত

প্রতিদিন স্বপ্নাশ্রিত করিতে রাখেন !

পিককৃত স্বপ্নাশ্রিত সে স্বপ্নাশ্রিত করিতে রাখে,
কুহুবিদ্য স্বপ্নাশ্রিত করিতে রাখে যে বাসনা !

স্বপ্নাশ্রিত সে স্বপ্নাশ্রিত করিতে
স্বপ্নাশ্রিত স্বপ্নাশ্রিত করিতে রাখেন,
স্বপ্নাশ্রিত স্বপ্নাশ্রিত করিতে রাখেন, কি স্বপ্নাশ্রিত স্বপ্নাশ্রিত রাখেন !

তাই সে আদায় করে কাগ দিলু খীরে খীরে,
 তালিমাগ সে নাহিছে, আদি পুরাণার !

আমার কলহেরী তোমার আনন্দনরী
 কলহ নুহিছে তুমি কলহেরী নরী !

আদি কেন নাহি আন কাছে,
 কেন দাক দাঁড়াইরা গুরে ?
 তুমি কি হরের গুর, আদি করে কর কর,
 কেন ঘোরে নাহি ডাক গুরাতন গুরে ?

আদি কেন নাহি কিরে কাগ ?
 প্রাণে কত মিড়াছিলে আলা !
 কাছে গেলে ছল করে' কেন বল অনানরে
 চলে যাও আদি আদি' মোর ভালবাসা !

11

आचार्य विद्यादत्त
आचार्य विद्यादत्त,
आचार्य विद्यादत्त

विद्यादत्त चर !

आचार्य विद्यादत्त, आचार्य विद्यादत्त, आचार्य विद्यादत्त,

आचार्य विद्यादत्त, १९०५

কল্পনা ।

লো কল্পনে, আর সখি এ মধু উষার,
 যৌবন-কালকল্পে সখি সখি পহার
 সাজা'য়ে ক'রুক কল্পন কল্পন
 বীণা ল'য়ে গা'ব গান আছি তোর মনে ।
 তুই মোর প্রাণের রাণী ; লো সুন্দরি,
 তুই মোর এ সংসারে সুখের ধন ।
 আর ওলো মনোরমে, দিব্য বেশ ধরি',
 চরণ-নুপুর-রোলে জুড়াক শ্রবণ ।
 নীলবাসে ঢাকি' তমু, পরি' ফুলহার,
 বাজা'য়ে কীকণ করে-কুম্ব-কোমল,
 আর এই বঙ্গ রাজ্যে জনর মাঝার ;
 পশ্চাতে গুটুক তোর শিথিল আঁচল !
 আর সখি, চেয়ে দেখ' হবির আলোকে
 জীবনের জীবে জীবা হানিছে পুণ্যকে ।

লাজময়ী ।

ওগো ঘরে এসে কেন ঘর সে কিরিয়া

নিখিল আঁচলে আবরি'কার,

পাছে নুপুর বাজে গো কণ্ঠ কণ্ঠ তাই

ধীরে পদ ফেলে ধরার গার !

যবে কলবনে সখি ফুলরেণু মাখি'

সুখমাখা সুরে গাহে সে গান,

কেন হেরিলে আমারে দূর বনপথে

সহসা তাহার মিলায় তান !

ত'র সুখা মাখা সেই অধরের ছার

হাসি রাশি কত বিকশি' উঠে,

কেন আমারে হেরিলে সে মধুর হাসি

নিমেষে লুকার অধর গুটে !

যবে নির্জনে হর আমাদের দেখা

কানন প্রান্তে নিকৃত গীতে,

ওগো তখনি তাহার কপোল চ'খানি

রাঙা হয় কেন নিমেষ মাঝে !

১২ই বাধ, ১৯০৮ ।



সুখাওনা মোরে ।

তালবাসি কি না বাসি সুখাওনা মোরে,
 এলনা আমার কাছে, হৃদয় হারাই পাছে,
 চেওনা আমার পানে আকুল অন্তরে ।
 নলিনী রবিরে ডাকে ; চন্দ্রমা আকাশে থাকে,
 তবুও হৃদয়ে চার ধরিতে সাগরে ।

আমিত তোমার পানে চাহিনে কখন,—
 আশায় পরাণ ভরে' কেন আস য়োর তরে,
 কপোল তিতছে হায় ভাসিয়ে নয়ন ।
 তাই বলি কিরে বাণ্ড, কেন এত দুখ পাও,
 কত সবে বল আর মরম বেদন ।

তালবাসি কিনা মিছে সুখাওনা মোরে,
 আমার লাগেনা ভাল তোমার রূপের আলো,
 দেখাওনা দ্বান আঁখি প্রতি নিশি ভোরে ।
 নিখিল ও বাহুলতা, বুকভরা হৃদি ব্যথা ;
 পায়ে ধরি, আসিওনা বুঝা মোর তরে ।



ਏਧਾ ।

Designed by B. Pals, 1911.
 40. 1. 1911.

Tuhila Press.
 1911.



উষা।

এস এস উষা রাণি ফুল জালা হাতে করি'
 ত্রিদিব স্মরির,
 সুনীল গগন তলে কণেক দাঁড়াও দেবি
 দিক আলোকরি' :
 রজনীর অন্ধকারে,
 সংসারের একধারে,
 বিবাহে বিজন বাসে
 ছিলাম বিলীন ;
 তুমি আসিয়াছ, তাই
 নবীন জীবন পাই'
 আবার নূতন স্মরে
 বাধিতেছি বীণ।

এস এস উষা রাণি ফুল জালা হাতে করি'
 ত্রিদিব স্মরির !

তুমি দাঁড়াইলে এসে, রাঙা পা দু'খানি চুমি'
 প্রস্রাব সমীর

তমা।

ঝুঁকু ঝুঁকু বহি' যায়, ফুল রেণু মাখি' গায়

পুলকে অধীর।

ভোমারি কিশে ধীরে

চেতনা আসিছে কিরে,

কণ্ঠে পুলকে তাই

মেলি'ছে নয়ন।

ভ্রমর প্রফুল্ল মনে

ছুটে' যায় ফুলবনে,

গুন্ গুন্ রবে করে

ভোমার বন্দন।

ভোমার অঞ্চল প্রান্তে কোটা মণি কণা সম

ঝলকে শিশির।

রবিরে দেখারে পথ কোথা নিরে যাবে বল

হে স্বর সুন্দরি,

কোন্ স্বপনের দেশে নামাইবে কুল ডালা

বিশ্ব আলো করি'!

ভোমায়ে ডাকিছে পাখী,

গান গায় থাকি থাকি,

ভোমারি আরতি করে

আধ নিশি ভোরে।

ছত্র কুহেলের মত কোয়ার বয়ান,
 তুমি গালিকার বেশে কাছে আস হেসে হেসে,
 কেমনে মিলিবে মনোমুগ্ধের পরাণ !
 মরমের কাছে আসিবে তালবাসি কিনা বাসি
 হৃদয়বাসি কিনা মনোমুগ্ধের পানি ?

আর স্নানকালে যোগে তালবাসি কিনা !
 পশি' এ মদর মাঝে তুমি যোগে যোগিনী সাজে,
 কুহুম-কোমল মনে বাক্যের বীণা ।
 তনি' সে বীণায় তাঁর কুহুম আজি মনপ্রাণ,
 সকল বাসনা মন, মরম-আলীনা !

যখন মনো বিবর্তিত করিছ মন,
 সাগরে মিশাইতে কারি যে মনো ছুটিয়া যায়,
 তাঁরে বিদ্যাইতে কহু করোনা যতন ।
 সাগরে মিলুক নহী, আশ্রয় মিশাই হৃদি,
 প্রপঞ্চ-বরণ-ঘোরে গোহায়ে জীবন !*

১২ই কার্তিক, ১৩০৭ ।

* টেনিসের অনুকরণ লিখিত ।

পাগলিনী ।

ওরে পাগলিনী বোরে বস,
কেন করে জোর আঁখিজল ।
কেন এত বিবাদিনী, কার ভরে উদ্ভাদিনী,
কি ব্যথার জ্বর চকল ।
প্রথর এ রবি করে, সকলে রয়েছে ঘরে,
পঙ্ক পক্ষী উড়ানে বিকল ।
পাগলিনী কান্ড হও, কণেক বিশ্রাম লও,
আছে হেথা হারা স্থপীতল !

হেথা দেখে আশ্র পাখে কুহরিছে লিক,
কুল মুকুলের গড়ে পূর্ণ মন বিক ।
চেয়ে দেখে চারি পাশে কামল প্রান্তর হাসে,
ছবিছল কেনন কোমল ।
মিথ্র এই ছায়াতল, সুশোভিত বনস্থল,
পাগলিনী মুহু আঁখিজল ।
দূরে ওই নির্ঝরিত্তী, কল কল মিনাদিনী,
কালজল নাচে হল হল ।
বস এই আশ্রহারে, আলস লাগিবে গারে,
ছায়াতলে বিছাও অকল ।

তোমার সে হৃদি বুঝে, হৃদিরাহি ব্যতিহুণ,

কিছুক্ষণ মিটে যেহেতু
কিছুক্ষণ মিটে যেহেতু
কিছুক্ষণ মিটে যেহেতু

চন্দ্রকান্তের দ্বারা, কুঁড়ি কুঁড়ি বসিবারে,

দেখা দিচ্ছে কলসীর নিচু-পরাণ,

সে সূর্যের দিন গেছে চলে'।

কিন্তু সে তোমারি-বাসে, কী বলে মোহন-বাসে,

পানী পানী 'একাত্তর' বলে'।

কিন্তু কী বলে, কী বলে কী বলে সে বলে,

হিঁড়ে মোহন-বীরদের বীণ!



বাংলাদেশ সরকার
কিছু নথি চাওয়া হয়েছে

সংক্রান্ত নথি

কিছু নথি চাওয়া হয়েছে

কিছু নথি চাওয়া হয়েছে

কিছু নথি চাওয়া হয়েছে

কিছু নথি চাওয়া হয়েছে

কিছু নথি চাওয়া হয়েছে

কিছু নথি চাওয়া হয়েছে

কিছু নথি চাওয়া হয়েছে

কিছু নথি চাওয়া হয়েছে

কিছু নথি চাওয়া হয়েছে

কিছু নথি চাওয়া হয়েছে

কিছু নথি চাওয়া হয়েছে

কিছু নথি চাওয়া হয়েছে

কিছু নথি চাওয়া হয়েছে



আসান

যাহা কিছু ছিল সেবে, তাইবারে দিয়াছি সব,

চলেছি আসি, আসি, আসি সময়ের সনে,

বেলা যায় র'য়ে ।

আলোক আধারে, মোরা দেখা নিশি শেষে আসি

কত যে করিছে ভাষা, কিসে কিসে কিসে,

ফুটিল কুণ্ডলখণ্ড, জ্বলিছে জ্বলিছে জ্বলে,

অকুল নদীর তীরে ।

তুমি দেখাইলে আমার কোন্ দেশের দেশ,

দোহের আঁচলে ঘেরা পরিণে সোণার বেশ ;

অকুল পাথরপথে ভাঙাইয়া দিলে জোরে,

স্বপ্নের পথিক ।

কোনমতে উঠি, উঠি, আজি চলিয়াছি ফিরে

করোনা আসান ।

তবাই তোমারে আজি বল দোখ কি বাসনা

জীবনে তোমার ?

কেন আসা দিবে দোহে দিহে ডাক করু করে

সবর ছাড়ি ।

কথা তোমার লাপি ঘোর বিয়াছে সকাল বেলা,
পরাণ লইবে যদি তুমি তখন হলে বেলা,
ভালোকে মকরী গোবর ফেন দে তাক ঘোরে,

কুলাওনা, কুলাওনা কুলাওনা নাহে,
তোমার জীবন যদি তুমি বিচাওর মত নাহে,
আমিলে তুমিও কোর, তুমি মিতে হ'বে মোর

বীরে বীরে তুমিও যদি তুমিও তুমিও

রে মেহিনি, কুর্বা কবি, এতদ্বারা কি মিটে নাই

নিদ্রিত-ভিত্তিকার হ'বে

এখনো কি আছে তুমি তুমি তুমি তুমি

গ্রেম ভালবাসা ?

তোমারি আশার কুলে জীবন-কুলে কুলে

মায়াব বাধন তোর—তোর জীবন—কুলে ফেল,

বিয়াছে এতদ্বারা কেনা, তাহিলে বিয়াছে বেলা,

খেমেছে রে গায়ন।

74

তোমার দরজা খুলে দাও, আমি আসি।
হুটে গেছে বসন্তের, ফাগুন মাসের
সে পুরানো দিন
নকশি-বিশিষ্ট তোলে, সুখ-দুঃখ, আশা-কর

[illegible]



সেই কালে কালে কালে কালে কালে কালে

কালে কালে কালে কালে কালে কালে

সেই কালে কালে কালে কালে কালে কালে

স্বপ্নবৃত্ত

সেই কালে কালে কালে কালে কালে কালে

সেই কালে কালে কালে কালে কালে কালে

সেই কালে কালে কালে কালে কালে কালে

সেই কালে কালে কালে কালে কালে কালে

বাণি দেবতার শরীরে কালি করে পুজি তার,

মোদের গানিরা

কত আশীর্বাদে তাঁর বিনয় করয়ে

সেই গানিরা।

কিন্তু সে কালে কালে, মুহূর্ত্ত অকাল,

সেই কালে কালে

কিন্তু সে কালে কালে, মুহূর্ত্ত অকাল,

সেই কালে কালে

কিন্তু সে কালে কালে, মুহূর্ত্ত অকাল,

সেই কালে কালে

সেই কালে কালে কালে কালে কালে কালে

সেই কালে কালে কালে কালে কালে কালে

সেই কালে কালে কালে কালে কালে কালে

সেই কালে কালে কালে কালে কালে কালে

ডোয়ার ও বেদ বেদ দেখিতে পারিনা,

কিছুকাল আগে।

কিছুকাল আগে ডোয়ারে

কিছুকাল আগে

তবু এক বন্যাসুরে

কিছুকাল আগে

কিছুকাল আগে

কিছুকাল আগে

কিছুকাল আগে

কিছুকাল আগে

কিছুকাল আগে

কিছুকাল আগে

যুলে কেল হান বেদ,

কিছুকাল আগে

কিছুকাল আগে

কিছুকাল আগে

কিছুকাল আগে

কিছুকাল আগে

কিছুকাল আগে

কিছুকাল আগে



স্বপ্নে লো অসিরাচি আঁচি তোর কূলে ।

গাও দেখি একবার প্রেমীতি রাধিকার

যে লকীত ভূমিতে লো কদম্বের মূলে ।

স্বপ্নে লো অসিরাচি আঁচি তোর কূলে ।

বধনি বাজিছে-বাঁশি, হোচনা উঠিত হাসি,

সে হাসি হাঁড়তে হেথা সাধি বনকূলে ।

মিরা জুয়াটে কাষে রাধা বিনোদিতী

মৌল্যে চাৰি হাথ হুপুৰ কাঁজা'রে পায়,

জল আনিবার কূলে আসি একাকিনী,

কলসী তালারে নীয়ে বসিলা ভোমার তীরে

ভাবিত ভ্রমের কথা,—আসিত বামিনী ।

মৌল্যে চাৰি হাথ হুপুৰ কাঁজা'রে পায়,

জল আনিবার কূলে আসি একাকিনী,

কলসী তালারে নীয়ে বসিলা ভোমার তীরে

ভাবিত ভ্রমের কথা,—আসিত বামিনী ।

ভাবিত ভ্রমের কথা,—আসিত বামিনী ।

ভাবিত ভ্রমের কথা,—আসিত বামিনী ।

ভাবিত ভ্রমের কথা,—আসিত বামিনী ।

ভাবিত ভ্রমের কথা,—আসিত বামিনী ।

ভাবিত ভ্রমের কথা,—আসিত বামিনী ।

ভাবিত ভ্রমের কথা,—আসিত বামিনী ।

ভাবিত ভ্রমের কথা,—আসিত বামিনী ।

ভাবিত ভ্রমের কথা,—আসিত বামিনী ।

ভাবিত ভ্রমের কথা,—আসিত বামিনী ।

ভাবিত ভ্রমের কথা,—আসিত বামিনী ।

ভাবিত ভ্রমের কথা,—আসিত বামিনী ।

ভাবিত ভ্রমের কথা,—আসিত বামিনী ।

ভাবিত ভ্রমের কথা,—আসিত বামিনী ।

বসন্তের রাগে বসন্ত-রোগের
 পুষ্পবৈভব বীয়ে বীয়ে, সে ফানিরে জোর খীয়ে
 তবিলিতে যা, তবিলিৎ তবিলিৎ যান
 নিতলো বাসিতে এতদিনে স্বপ্নের
 হামিৎ হামিৎ হামিৎ হামিৎ হামিৎ হামিৎ

হেমিৎ হেমিৎ হেমিৎ হেমিৎ হেমিৎ
 কুসবনে বাসিতে হেমিৎ হেমিৎ হেমিৎ হেমিৎ
 উষা ভাবি হেমিৎ হেমিৎ হেমিৎ হেমিৎ
 বাসবী ভাবি হেমিৎ হেমিৎ হেমিৎ হেমিৎ
 বাসবী হেমিৎ হেমিৎ হেমিৎ হেমিৎ

বসন্তের রাগে বসন্ত-রোগের
 হামিৎ হামিৎ হামিৎ হামিৎ হামিৎ
 হামিৎ হামিৎ হামিৎ হামিৎ হামিৎ
 হামিৎ হামিৎ হামিৎ হামিৎ হামিৎ
 হামিৎ হামিৎ হামিৎ হামিৎ হামিৎ

উদ্ভা

গাহলো যখনে আজি সে প্রেম কাহিনী ।
আমার তপিত প্রাণ, তনি' জোর কল-গান
শাহ ভদে ছাতি বাদা হলো প্রোতিখিনি ।
নিরাশার পূর্ণ বুক কণতরে পাবে সুখ
বসি এ প্রান্তরে কল-গান ।

১ম অধ্যায়, ১০০৮ ।



চৌ-পেশ-পাখী ।

কি কথা বলিল পাখী বন ভরে বন ?
নিদাঘে, বরষামনে, বনশ্রে কুহুমবনে,

আকুল কুণ্ঠিত মনে,

প্রাণধ্বনি মধুরেণ,

কি কথা বলিল পাখী বন ভরে বন ?

একেলা শাখীরা কান্না কান্না করে,
নিভতে বিভোল প্রাণে আকাশের পানে
গাহিল করুণ-গুরে, প্রতিধ্বনি বাজে দূরে,

ঝরে বুকি বুক-কাটা শুধু আধিজল !

কা'র লাগি এ দাউনা বল পাখী বল ?

কাছারি-ধিরে পাখী সদা আশিকুল-ফেল,
জপের-কিরণে কা'র ভোজের নয়ন গেল !

কে ভোজের হসে বলে' তুলা' হে ধিরাহে হলে,

তাই বুঝি কেঁদে কেঁদে অনল ফুটি'রে এল !

কল্যাণের পথে চলি।
কল্যাণের পথে চলি।

কল্যাণের পথে চলি।

কল্যাণের পথে চলি।
কল্যাণের পথে চলি।

কল্যাণের পথে চলি।

কল্যাণের পথে চলি।

কল্যাণের পথে চলি।

কল্যাণের পথে চলি।

কল্যাণের পথে চলি।

কল্যাণের পথে চলি।

কল্যাণের পথে চলি।
কল্যাণের পথে চলি।

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

10

1. The first line of the document is a header containing the text "1. The first line of the document is a header containing the text".

2. The second line of the document is a header containing the text "2. The second line of the document is a header containing the text".

3. The third line of the document is a header containing the text "3. The third line of the document is a header containing the text".

আজি নিশি অবসান, তাই কানে শ্রাণ
সেত এলনা এখনো, আকুল নয়ন
তিয়াসে!

আজি নিশি অবসান, তাই কাদে প্রাণ
হৃদয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে !



ଆଜି ନିଧି ଅବଧାନ, କଲିକତାରେ ଶ୍ରୀମ

दादी दादा

আজি নরনের জলে ধামিছে বিকলে

प्रादि विनिःकरणम्

SECRET

কেন সাহাটি লেখেন

উষা

চাঁদিনী নিশি কি ফিরিবেনা আর,
পা'বনা কি দেখা এ জনমে তা'র,
পথে যেতে একশ্রে কি হুইবে আর

নিরাশে

আজি নিশি অবসান, তাই কাদে প্রাণ

হতাশে।

৯ই জানুয়ারি, ১৩০৮।



সিদ্ধান্তের

আমার প্রাণের মণি হৃদয় বে মল্লিত থাকে,
কেমনে গো কন্যার তাকায়।

দ্বিবাশি নিবাস
উষ্ণিতে সৌভাগ্য,
কারে সেন ভায়ে অধি দায়।

স্বাক্ষরের কোণে শব্দ, আমি তীরে একা বসি,
নীল বিজু নাড়িছে মধ্যমে,

[illegible]

কই সে আসিল মোর, নিশি করে আসে ভোর,
 ধীরে আসে বাহু ডেউ গুলি !

কমানে বাইব ফিরে একেলা নয়ন নাহি,
কমানে সে মূল খানি কুলি।

মনে করি কুলি তাঁরে, এ প্রাণে নাহি পারে,
সে বিচরনে শুল্ল সব টাই।

কান্না ছবি দীর্ঘে আসেন, পাড়ার মরম পালেন,
জগতের সবি কুলে বাট ।

কবর খোঁজি আঁকি, কবর খোঁজি আঁকি,

কবর খোঁজি আঁকি, কবর খোঁজি আঁকি,

গলা বেঁধে মনে, গলা বেঁধে মনে,

মোদের সে, মোদের সে,

ভাবিতে ভাবিতে, ভাবিতে ভাবিতে,

চাখি' সাগরের গার, চাখি' সাগরের গার,

অরনি তুহিত, অরনি তুহিত,

সে গান মিনা, সে গান মিনা,

মদন কব, মদন কব,

চাখি' সাগরের গার, চাখি' সাগরের গার,

বাঁকল দে, বাঁকল দে,

বিভিন্ন প্রকারে

সেই

কিন্তু

পশ্চিম গগনে

সাহি' সাহায়ে

১১

বর্ষা-১

ভাষা কথা নয় আজ কেন বসে
কিছুদিনের জন্যে
আত্মকথা বসন্তে
কীকিছুতেই শব্দে
কয়েকটি শব্দে
পবন আসিলে
কি পারি বুঝে

আজি সেগো, কখনো আছে বা কেমনে,
কবে আঁধার করে দেবির মননে,
ভর বসন্তে, ভর বসন্তে
কখনো আঁধার করে
ভর বসন্তে, ভর বসন্তে
বরষা বারিছে বর বর বর,
মরমেয় বাঁধা হ'ল বন্যে বলা
বুঝিলো ভাষায় আর।

১০ই অক্টোবর, ১৯৩৮।

অন্যমনে ।

অস্বস্তি-বিহীন-স্বপ্ন-সময়ে

কোনোভাবে স্বপ্ন-সময়ে

কখনো-কখনো-কখনো-কখনো

কখনো-কখনো-কখনো-কখনো

কখনো-কখনো-কখনো-কখনো

কখনো-কখনো-কখনো-কখনো

নীল-কল-কল-কল-কল

কেন এনে ছবি-কাননে ।

কেন এনে ছবি-কাননে ।

কেন এনে ছবি-কাননে ।

কেন এনে ছবি-কাননে ।

কেন এনে ছবি-কাননে ।

কেন এনে ছবি-কাননে ।

কেন এনে ছবি-কাননে ।

কেন এনে ছবি-কাননে ।

কেন এনে ছবি-কাননে ।

কেন এনে ছবি-কাননে ।

বাহাইয়ে ভাষা কন্যার বীণা

অরাধিতা বসি এখানে।

অতীতের স্মৃতি হইল অতীত, বা,

সে যেহেতু অতীতের স্মৃতি হইল, বা,

বর্তমানের স্মৃতি হইল, বা,

অতীতের স্মৃতি হইল, বা,

অতীতের স্মৃতি হইল, বা,

অতীতের স্মৃতি হইল, বা,

অতীতের স্মৃতি হইল, বা,

অতীতের স্মৃতি হইল, বা,

অতীতের স্মৃতি হইল, বা,

অতীতের স্মৃতি হইল, বা,

অতীতের স্মৃতি হইল, বা,

অতীতের স্মৃতি হইল, বা,

অতীতের স্মৃতি হইল, বা,

অতীতের স্মৃতি হইল, বা,

অতীতের স্মৃতি হইল, বা,

অতীতের স্মৃতি হইল, বা,

অতীতের স্মৃতি হইল, বা,

অতীতের স্মৃতি হইল, বা,

অতীতের স্মৃতি হইল, বা,

३०
 ३१
 ३२
 ३३
 ३४
 ३५
 ३६
 ३७
 ३८
 ३९
 ४०
 ४१
 ४२
 ४३
 ४४
 ४५
 ४६
 ४७
 ४८
 ४९
 ५०
 ५१
 ५२
 ५३
 ५४
 ५५
 ५६
 ५७
 ५८
 ५९
 ६०
 ६१
 ६२
 ६३
 ६४
 ६५
 ६६
 ६७
 ६८
 ६९
 ७०
 ७१
 ७२
 ७३
 ७४
 ७५
 ७६
 ७७
 ७८
 ७९
 ८०
 ८१
 ८२
 ८३
 ८४
 ८५
 ८६
 ८७
 ८८
 ८९
 ९०
 ९१
 ९२
 ९३
 ९४
 ९५
 ९६
 ९७
 ९८
 ९९
 १००

१०१
 १०२
 १०३
 १०४
 १०५
 १०६
 १०७
 १०८
 १०९
 ११०
 १११
 ११२
 ११३
 ११४
 ११५
 ११६
 ११७
 ११८
 ११९
 १२०
 १२१
 १२२
 १२३
 १२४
 १२५
 १२६
 १२७
 १२८
 १२९
 १३०
 १३१
 १३२
 १३३
 १३४
 १३५
 १३६
 १३७
 १३८
 १३९
 १४०
 १४१
 १४२
 १४३
 १४४
 १४५
 १४६
 १४७
 १४८
 १४९
 १५०



বরষা অন্ন বিধান হাওয়া

জগৎ কোথা বেলা

বিহগুলা শাখার পাতা

চব্বস মাসে চব্বস মাসে

আমিষ্ট ভাত ভাতের পাত

শুভ ঘরে ভাতের পাত

বরষা অন্ন বিধান হাওয়া

জগৎ কোথা বেলা

এমন দিনে না জানি ক'মি

কেমনে আছি একা

মত বায়ু বহিরা যায়

সোদামিনী আকাশ গায়

আঁকিরা যায় দিনের কালে

অগ্নিময় রেখা

এমন দিনে না জানি ক'মি

কেমনে আছি একা

একেলা জাহি তিকন বাসে

রয়েছি গুরু কামে।

বাদর যেনে পাহারি নিশি

চেতনা পেরে বহন নিশি

জোয়ারে বৈরাগ্য কামে

পড়িছে গুরু কামে

একেলা জাহি তিকন বাসে

রয়েছি গুরু কামে

হৃদয় মাঝে এমণো আজি

অদরশ্য নিমেষ !

বাকুল প্রাণ তোমার তরে,

কপোল বহি অশ্রু করে,

বিফলে আজি বরষা নিশি

হৃদয় পথি হোর !

হৃদয় মাঝে এমণো আজি

অদরশ্য নিমেষ !

১৪ই শ্রাবণ, ১৩০০

চন্দ্রসারসংগ্রহ।

অতি

কত

নিবন্ধিত হইয়াছে।

পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করুন।

অতি

মধুর হইয়াছে।

কিছু কিছু পরিবর্তন করুন।

কিছু কিছু পরিবর্তন করুন।

কিছু কিছু পরিবর্তন করুন।

কিছু কিছু পরিবর্তন করুন।

অসমৰ অসংখ্য অসহযোগী বিপ্লৱী,
অসমৰ অসংখ্য অসহযোগী বিপ্লৱী,
অসমৰ অসংখ্য অসহযোগী বিপ্লৱী

অতি অসহযোগী বিপ্লৱী

ওই অসহযোগী বিপ্লৱী

বুৰি অসহযোগী বিপ্লৱী

অতি অসহযোগী বিপ্লৱী

১৯৪৭ চন, ১৫০০

তুমি ও আমি ।

আলোকি সন্নি চেননি আমারে,

বোঝনি আমারি পান ?

তোনারি লাম্বিরা ক'হে আকুল প্রাণ !

তুমি কি স্থপনে নব-দৌবনে,

কুল ছদয়ে, মুগ্ধ নয়নে,

ডাকনি কখন প্রিয় সহচরে,

বয়েনি নয়ন জল ?

তবে তুমি মোরে কেমনে বুঝিবে বল !

আমি সখি সেই প্রথম-প্রভাতে

পূরবে ব্রহ্মসী জেতার,

নয়নে তখনো আঁচবকি স্বপ্ন ঘোর ;—

চাহি গুরুকোণে, একেই কোথা নাই,

আপারি অকোণে পথ পানে রাই,

বাণিকীর কোণে তোমারে দেখিছ

একেই পনের আঁকো

সে দিনের কথা স্মৃতিতে জ্বরে বাজে !

বতনে ছাখির ছোখারে বতরি
 আঁখির নিছক করে,
 হুলহালা পাবি' পরা'র সোহাগে তরে !
 সব বসন্ত বহে' হলে' বরি,
 বিহঙ্গ সিঁহী কত গান ধার,
 আদারো' রাগ লে' করে' মিলায়ে
 গাহিল সবীর পানি ।
 তোমার পদাশ্রয় থাকেনিছ' কোন তান ?

কতদিন গেছে, মেনিছ'ি বোলে ?
 তোমার কলর মাঝে,
 কত অমিরতি মাঝিরা' তিখারি মাঝে !
 জ্বর তোমার বেবেছি বতনে,
 কি হালিখী সেবা আঁখিতে জীবনে,
 শুনেছি আমার আঁখুসে শবনে,
 চিনেছি তোমারে নই !
 হুঁসিলো আঁখারে চিনিতে পাবিলে কই !

উদ্দেশ্য

কল্যাণের জন্য কি...
সকল...
ভবিষ্যৎ...
আমার...
কল্যাণ...
বিষয়...
সকল...
আজ...
২০শে আশ্বিন, ১৩০৭

ভাষা

তোমার ছাতি' বহিতে যারি,

যাচনা কত করেছে!

জীবন-মৌল্যে তোমারি

করেছি।

আনি ঐ মৌল্যে তোমারে বই

খানি না।

তুমিই যার জীবন ডোর,—

পরের কথা জানি না।

দিয়াছ বাণী, কণ্ঠ না কথা,

আবেগ করে

চলিয়া যারি, ফিরে না চাও

নিমেষ তরে।

রয়েছ তুলি', কুসুম তুলি'

মালিকা যদি জানি না।

আমিত মই তোমারে বই

জানি না।

কত না কথা, কত না কথা

করেছি।

কেন না বুকে যকম হুখে

কত কি কথা করেছি।

বাখার বাকি, তাই কি সব
কখন করে,

অখির ঘোরে, মরক্কো-নায়ে
চাণ্ডী-ঘোরে ?

অখার কাশি' জিলা বাগি,
কিছুই হ'ল না-বাগি।

কত না কথা কত না বাখা,
কিছুই হ'ল না-বাখা।

চাণ্ডী-নায়ে, চাণ্ডী-নায়ে
কিছুই হ'ল না-বাগি।

মরক্কো-নায়ে, মরক্কো-নায়ে
কিছুই হ'ল না-বাগি।

কখন কখন বাখা-টি কখন
কিছুই হ'ল না-বাগি।

মরক্কো-নায়ে, মরক্কো-নায়ে
কিছুই হ'ল না-বাগি।

কখন কখন বাখা-টি কখন
কিছুই হ'ল না-বাগি।

চাণ্ডী-নায়ে, চাণ্ডী-নায়ে
কিছুই হ'ল না-বাগি।

মরক্কো-নায়ে, মরক্কো-নায়ে
কিছুই হ'ল না-বাগি।

স্বপ্নের দেশে স্বপ্নের দেশে

স্বপ্নের দেশে

স্বপ্নের দেশে স্বপ্নের দেশে

স্বপ্নের দেশে স্বপ্নের দেশে

স্বপ্নের দেশে

স্বপ্নের দেশে স্বপ্নের দেশে

স্বপ্নের দেশে

আমি তোমারি দিকে দাঁড়াইয়া আছি।

আমি কত যে তোমারি দিকে দাঁড়াইয়া আছি,

তোমারি দিকে দাঁড়াইয়া আছি।

আমি কত যে তোমারি দিকে দাঁড়াইয়া আছি।

তোমারি দিকে দাঁড়াইয়া আছি।

তোমারি দিকে দাঁড়াইয়া আছি।

স্বপ্নের দেশে স্বপ্নের দেশে

স্বপ্নের দেশে

স্বপ্নের দেশে

স্বপ্নের দেশে

তুমি তোমারি দিকে দাঁড়াইয়া আছি।

আমি কত যে তোমারি দিকে দাঁড়াইয়া আছি,

তোমারি দিকে দাঁড়াইয়া আছি।

তুমি তোমারি দিকে দাঁড়াইয়া আছি।

আজি এক প্রকল্প দেখিয়ে আনতে

আমি প্রকল্প আনতে,

তুমি শুধু এক প্রকল্প আনতে ? প্রকল্প আনতে !

দেখি' মে রূপ প্রকল্প আনতে ? প্রকল্প আনতে

আমি প্রকল্প আনতে,

তুমি প্রকল্প আনতে,

আমি প্রকল্প আনতে,

আমি প্রকল্প আনতে,

১৯৭৬, ১৯৭৭

আমি প্রকল্প আনতে,

আমি প্রকল্প আনতে,

আমি প্রকল্প আনতে,

আমি প্রকল্প আনতে,

আমি প্রকল্প আনতে,

আমি প্রকল্প আনতে,

আমি প্রকল্প আনতে,

আমি প্রকল্প আনতে,

আমি প্রকল্প আনতে,

আমি প্রকল্প আনতে,

আমি প্রকল্প আনতে,

আমি প্রকল্প আনতে,

আমি প্রকল্প আনতে,

উমা।

হেমন্ত ।

হেমন্ত এসেছে আজি উজলি' প্রান্তর বাজি
জুসারি মাঝে,
বিহগ গাহি'ছে গান উঠি'ছে মধুর তান,
কানন মাঝে ।

হেমন্ত এসেছে তবে
জ্বলন'ছে সন্তান সবে,
ছুটিয়াছে লগ্নগৌরবে
আপন কাঁজে ।

ধন্ত মাতা বঙ্গভূমি, লক্ষ্মীস্বরূপিনী ভূমি
কণ্ঠ মাঝে ।

হেমন্ত এসেছে ধারে ধন-ধাত্ত ল'য়ে ভারে
তোমারি তরে ।

বেধ মা, তনয় মল মুছে'ছে নয়নজল
হরষ তরে ।

তুমি বসন্তাভা অরি,
 অরপুণি মেঘমণ্ডী,
 কালানন্দান এই
 বসন্ত পরে,
 লভিবে তোমার দান, তাই হবে গাহে গান,
 ছুটো, ছুটো।

সোনার অলসান সাজি নারায়ণ মুকুতাভাজি
 পরিদে গলে,
 আজি দাঁড়ায়েছি আমি আলোককিরি বিষকুনি
 গগন ভলোহ
 তুমি মাতা চিরদিন,
 এই জন্মধন অশীশ,
 অহন চলে দান
 উনয় মনে,
 অন্ন দাও ঘরে ঘরে, মুখে দাও মেহ ভরে
 মরন জলে।

কে কোথা অহিস বস সুবিত সন্তান দল,
 আর না হবে,
 মাঘের অকল ভরা ধন দাতা, আজি তোরা
 নিয়ে যা হবে।



দিন যায় নিশি যায়,
 বর্ষ আসে ধীরে ।

মানব জীবন যাত্রা,
 কালক্রমে চলে ।

কালক্রমে গৌরব কালক্রমে,

কালক্রমে গৌরব কালক্রমে,

কালক্রমে গৌরব কালক্রমে,

কালক্রমে গৌরব কালক্রমে,

কালক্রমে গৌরব কালক্রমে,

কালক্রমে গৌরব কালক্রমে,

ছ'দিনের বেলা করা,
 মানব জীবন ।

কল্প কল্পে দুটিবেলা,

কল্প কল্পে দুটিবেলা,

কল্প কল্পে দুটিবেলা,

কল্প কল্পে দুটিবেলা,

কল্প কল্পে দুটিবেলা,



সে আর এলনা ফিরে, যোরা জাপি অশ্রুনায়ে,

পরশ বিফল !

বহু কিসে এসে গেল

আসিছছিল !

অশ্রু ফুটে আঁখি পাতে, গৃহ দেবতার সাথে

সাধের বচন,

মোরা ভাগ্যবতী মাঝে — জদয়ে যে শেল বাজে,—

নি'ছ বিসঙ্গন !

গত বর্ষে আছো স্নেহ ছিল,

কে তাহারে কোথা ডেকে নিল,

ফিরেত এলনা আর, শুধু মুখবানি তা'র

পড়ে আজ মনে !

সে দিন আনিল একা,

মেগ তা'র সনে !

অন্ধ নিশি দিগন্তে ক্রি কাল আসিল ঘরে,

নিম্নে গেল তা'রে,—

পায়ে ধরি' কাঁদিলান, কত তা'রে সাধিলান

লুটি' গৃহ-বায়ে ।

১১

বহাশূন্যে আকাশের দাঘ
প্রাণ পাখী উড়ে গেলে, তা'র
কে বল ধরিতে পারে, অক্ষয়লো ডাক তা'রে
কিন্তু অক্ষয়লো আর।
এ যে স্বপনের দেশ,
অনিভা সন্ধ্যার।

কাদ প্রাণ শূন্য মনে, স্বপ্ন অক্ষয়লো নইনে,
হাঁড়ে বাত ডোর।
আশ্রয় রজনী খেঁয়ে, দিক এ জগৎ ছেঁয়ে
অজস্র যৌর।
আমার যা' অহিল রতন,
নিরাশ্রিত তা'রে বিদায়ন,
সে আমার গেছে চলে, শুধু চাই অক্ষয়লো,
বিশুদ্ধ বদান।
ভেবে অক্ষয়লো নাহি পাই
এ কি এ প্রাণ।

১লা অক্টোবর, ১৯০৮

বাধা ।

ওলো দিরাহিন, নকরে চল,
 মিছে হেথা কাঁদিয়া কি ফল ।
 সেত লো গিয়াছে চল, কঠোর-চরণে দলি
 তোমার ও জ্বর কমন ।
 যখনা বহিছে শীত, তোমার নয়ন নীরে
 তপ্ত আঁধি সে ব্যরি শীতল ।
 কত আর একাকিনী রবে হেথা, বিরহিনি,
 হৃদে ল'রে হৃৎসহ বেদনা ।
 কাজ নাই ফিরে চল, কেন এত দুঃখ বল,
 কে ল'রে লো এ হৈন মাঝিনাব ।
 ওই শেষ তারিচা কা কদধেরি ডালে,
 ময়ূরী নাচেনা আর ভাল ভাল ভাল ;
 কোফিল বকুল মাঝে কুহ কুহ মরি ডাকে
 শুভ্র আঁধি পাতার অশ্রিলেখ
 যখনা আরনকলি কেঁদে কলতানে চলে,
 তেঁটগুলি ছুবে তেঁজে যায় ;
 বকুলী বাজেনা আর, ফুরায়েছে সব তার
 ডাকে নাই লো মাঝিকা আর ।

তা'রে নব্বি বেনে কল্যাণীয়াছিলে প্রাণ,
এখন রে.
চল সবি

চেয়ে দে
ঘরে কিরে গেল মকে,
বসি'
সই মো' যাদনা আর
তার
লাগিতে
মেখা

প্রাণ
হারে
সই মো'
তার
নিউ
সই মো'
ক'
হেঁচি' ও
বহু



করনি লো,
লিখে রাখ হনি মাঝে এ বসন্ত সাবে
কাল অতি করি নিবর,
বুঝিযাছি তাহারি স্বরূপ

১৭ই বৈশাখ, ১৩০৮।

দ্বারদেশে

তোমার খুঁজছি কারো সঙ্গে দেখে

নয়নের জলে,—

এসেছি প্রাসাদ ঘাটে, বলে আছি হেথা

সিঁদু ছায়াতলে।

জানিনা গো কোন্ আশে ভাব অমনে ভাবে,

হরেছ পরান মোর

বল কোন্ ছনে।

ঢুলু ঢুলু অঁখি হুঁটি অঁখিল মুদরে,—

ল'য়ে স্বপ্নভার

কে তুমি দাঁড়া'লে এসে স্বপনের রাশি

শিরেরে আনারে।

অনৌল বসন পরা, ত'নানে মোহ ভরা,

প্রণব কুহুমে গীতা

কণ্ঠে ফুলহার।

ধীরে ধীরে ধরি' মোর মনোবীণাখানি

দিলে গো ফড়ার।

কত স্বরগের গীতি উঠিল জাগিরা

চুমি' প্রতিভার।

সেই সুরে গাহে বিকল,

জোছনায় হাসে দিক,

জগৎ পরিহার।

আমি ভগ্ন বীণা ল'য়ে, হারিনা বাজা'তে

ও মনের গাহে কবে

পাখী-স্বর্গে না গছি, বাসনা কুসুম

অপূর্ণ অঙ্গুর

অপূর্ণ পূর্ণক' হয়ে, কোন্‌ হারা কোন্‌ করে

অপূর্ণ হারা-বাগ

আমি ভগ্ন বীণা ল'য়ে

দুঃখ ভয়ে মেল'ছবি বীণা-ক'রনা,

নেই বাসনা অঙ্গুর

নগর মাত্তি-বিহীন পথের ক'ড়ে

আমি ভগ্ন বীণা ল'য়ে

আমি ভগ্ন বীণা ল'য়ে, হারিনা বাজা'তে

ও মনের গাহে কবে

পাখী-স্বর্গে না গছি

এই পৌষ, ১৩০৮

বসন্ত শব্দ

(বেঙ্গাল)

এবার বসন্ত গেল,

আমিলনা সে আমার

দুল ফুটে' করে' বেল,

বাঁজিলনা বাঁশ তা'র

কা'র জাগি' গৃহকোণে

ছিহু বলি' আনমনে,

কোকিল কাদিয়ে গেল,

ভুজাইল ফুলহার

কা'র আশে ছিহু ভুলি',

পরাণের ধান জলি

মরমে মরিয়া গেল,

ছিঁড়ে গেছে বীণাতার

এমন রক্ত গেল,

আমিলনা সে আমার

আমি নো ডাহার করে

রেখেছিহু সাবন্ধরে

কদর আলনে যৌর

বসন্তের ফুলতার

আমার পরাণটরে
চুরি করে' ধীরে ধীরে
আসি বলে গেল চলি,'

কিরে কই এল আর !
বসন্ত কুরায়ে গেল,
কোথা সখি সে আমার !

বৃথা সেই বসন্ত আশা,
বৃথা এত ভালবাসা,
বৃথা সাজাইতু সখি

ফুলধামে গৃহ বার !
মিছে সেই তা'র ক্যান্ধে
চেয়ে, আছি পথ পান্ধে,
কে মোর মুছাবে বল

নয়নের অলধার !
সখিলো, বসন্ত গেল,
আশিলনা সে আমার !

১২শে বৈশাখ, ১৩০৮ ।

দুঃখে শান্তি ।

সারাদিন লাচি বসে চাতিয়া তোমার পথ,
আসিলেনা তুমি ।

পাতাত গিয়াছে চলি, যথাক্রমে রৌদ্রতাপে
তপ্ত বনজ্বলি ।

কামল পয়ন কোলে তুমি ফুলমালা গলে

শান্তি আশে ঘলিতেক সায়া বিনমান,

একটি সুখের রেখা কত কি দিয়াছে দেখা,

হ'লে কি জীবনের শ্রান্তি অবসান ?

আমি তেথা বিলসহরে কুণ্ঠিত তোমারি তবে,

বাকুল পরাণ ।

তবু হাঁসি ভেঁকে আসে ছায়াবিত কুজমাঝে

তনি' পিকতান ।

ভূমিত হ'লেনা ঘোর, অকস্মে আসি তাই

আসিছে নয়ন ।

তবুই তোমারি ভরে দিরাশা-বাঁধার মাঝে

কাটাহু জীবন ।



তবু তব সুখপানে ছেয়ে থেকে এ পর্যাণে

হৃদয়-দ্বারা, কান্দিয়াবে যে স্বপ্ন গেরেছি,

তোমার হাসির কোমল নয়ন-কমল-দলে,

তোমার সে অভিমানে যে স্বপ্ন গেরেছি,—

তুমি তাহা দেখিলেবা, সে আনন্দ পাইলেনা,

আর কি কখন

বুঝিতে পারিলে মনে, অশ্রুজল এ জীবনে

স্বপ্নের সন্ধান।

তোমার ও ভালবাসা দ্বিগুণ দাঁড়ানি মোরে,

বুঝিয়াছি তাহা।

তোমার হৃদয় মাঝে কি ভালবাসা লগ্না আগে,

বুঝিয়াছি তাহা।

তুমি কি বুঝেছ মোরে, বেখেছ বারেক ততে

আমার এ জীবনের পঙ্কজের আলাপ

বেখেছ কি আজি তুমি, অনন্ত এ বিশ্বভূমি

ছেয়ে আছে মোর হৃদয়ের ভালবাসা!

আমার এ প্রাক্ত প্রাণ তোমারিতে পেয়েছে তৃপ্তি

নয়নের ধরে।

সুখ-দ্বারা কোথা মিলে, কত কি ঘেনেছ তুমি

প্রেম কাঁপে বলে!

সহসা নহন হেলি' অনন্ত কিরণ-রাশি

দেখিলু বধন,

চিরদিন সে আলোকে বেলির' অরুণ-কাষে

তাবিলু তখন ।

কোথা হ'তে হেব' জন্মি' চাকিল কিরণ-রাশি,

দীরে দীরে যিশে গেল কপল কলনে ।

অকস্মাৎ অকস্মাৎ হুইবে হুইবে একেবারে,

নিরাশা-হিরোলি' আজি বেলিতে জীবনে ।

তবু এ পরাগ মোর হুই' দীরে আবিক্রম

স্বাহিতেকে গান,

যত সে তিমির ভেদি' তোমারি উচ্ছেদে আজি

উজ্জ্বলিত তান ।

তবুও হুমিই মোর অবিচল অবতারা

আজি সে আখ্যানে,

তোমারি আলোকে আমি মুকলিত পথ হুঁতি'

পেরেছি পাখারে ।

ও জ্বরে আঁকিরাছি, শতরূপে বেধিরাছি

হুঁতি তোমার,

আজিও পুজিগো তাঁর অর্ঘ্য দি'ছি রাজ্য পার

জীবন আমার ।

তুমি।

তুমি কি সত্যক প্রাণে বারেক কাহার পানে

চেয়েছ কখন ?

আমি শুধু পানে চিরদিন চেয়ে আছি

ছবিত্ত স্বপ্ন !

আঁখির ফিলের গুণে। আঁখির মাঝে দুখা বার,

ভূপ্তি নাহি তা'র।

বিরহের অক্ষর বিনা প্রেমের মিলনে কিগে।

সুখ কেহ পায় !

আমি দেখে কাঁদিতোছি, এ জীবন যাপিতেছি

তোমারি বিহনে এই সারাদিনমান।

তবু ও মোহিনী সাজে, তোমার হাসির মাঝে,

হ'চারিটি কথা শুনি, হেরি' ও বদান,

যে সুখ পেয়েছি প্রাণে, কত কি পেয়েছ তুমি

অনেকের করে ?

হোক এ স্বপ্নের শুধু, তবু কত স্থান গাই

আঁখির করে।

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮।

দেবী ।

ছন্দরের মাঝে থাকি হে দেবী আমার,
কত সুরে গীত গান, আমার এ শ্রীত পা-
আবেশে ঘুমায়ে পড়ে সঙ্গীতে তোমার ।
সপনে দেখিতে পাই তুমি মোর কাছে নাই,
কপোল বহিরা করে নয়ন-আলার ।
সপন ভাঙিয়া যার, গলে কত দুখ লাগ
তোমাংরে করিয়ে জনি আসনে আমার ।

আজি কিপো ভেঙে যাবে কাঁদারে আমারে ?
বাও তবে বাধিবনা, আর আমি কাঁদিবনা,
অস্তরে, বাহিরে আমি পেরেছি তোমাংরে ।
তুমি মোর হৃদিতলে, তুমিই নয়ন কোণে,
কে আঁকিল ওই ছবি, এ বেলা কাহার ।
এ জনমে খুঁচিবেনা, ও লাভণ্য মুছিবেনা,
এমনি রহিবে চির, হে দেবী আমার ।



নিত্য তব নব শোভা হেরিবে নয়ন ।
কভু তুমি বীণা কোলে শুভ্র পুষ্প মালা গলে
বসিবে শারদ রাতে উজলি' কানন ।
বসন্তে উষার কোলে হেরিব কুসুম-দলে
ফুল-লতিকার মাঝে মুরতি তোমার ।
কত নব নব শোভা হৃদি প্রাণ মনোলোভা
হেরিবে হৃদয় মোর, হে দেবী আমার !

৩রা আশ্বিন, ১৩০৮ ।



ଉତ୍ତରୀ ।

ଦ୍ଵାରକା B. Pat. 1956
ପ୍ରକାଶକ

Tuhila Press,
CUTTACK.

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
VOLUME
LXXV
PART I
1905
LONDON
PUBLISHED BY THE
INSTITUTE
11, BEDFORD SQUARE, W.C.1
1905

শুকতারা ।

কে তুমি গো হৃদবালা, বল কা'র তবে

স্বক নিশি শেষে,

ফুলমালা গয়ে করে কিরিছ আকাশে

তাজি' চাক্ষুশে ?

কা'র গলে মালা দিতে ভ্রমিছ ব্যাকুল চিতে

আকাশের কোলে কোলে কাহার উদ্দেশে ?

নক্ষত্র নকত তুমি মোর মনে চর

দেখিলে তোমায়,—

স্বর্গের রাণী, ভ্রমে প্রণয় পাগিয়া

তাজি' অমরায়,

দাক্ষিণ্য বিবহ জালা দাদে ল'রে, দেববালা,

এসেছ দেউতে তব প্রিয় দেবদায় !

তোমার কিরণোজ্জ্বল হৃদয়ুর কলে

ফুটি' ওঠে ফুল,

তোমার দর্শন লাগি' সারাটি রজনী

ভ্রম গ্রহকুল

ছড়া'য়ে কিরণ-ধারা আকাশে চক্ৰমা তারা

চেয়ে থাকে তোমাপানে পরাণ আকুল !

~~ভাষা~~

তুমিত তা'দের পানে চাওনা কখন

নয়নের কোণে,

বসে থাক তারি তরে, সঁপেছ পরাণ

যাহার চরণে।

প্রতিদিন বাও ফিরে

ভাসিয়া নিরাশা-নীরে,

তবু 'আছ পথ চাহি' তুষিত নয়নে।

আঁখিতে নয়ন জল, করে কুলহার,

মোহিনীর বেশ,

উদার দুয়ার কোলে বসিয়া একেলা

আলুখালু কেশ।

আজি রবি দ্বার খুলে দেখি' তোমা' যাবে ভুলে,

বক্ষে তুলি' লবে, হবে বিরহের শেষ।

কতই আঁধার নিশি বাসিয়াছ তুমি

বিবাহে ভাগিয়া,

অনন্ত আকাশ পথে ভ্রমিয়াছ কত

তাহার লাগিয়া!

আজি তা'র অভিলারে নিশিশেষে উদ্বাহারে

এসেছ আবার তুমি ব্যাকুলিত হিয়া!

উষা

যে বাহারে ভালবাসে, সে চাহে মিশিয়া

যেতে তা'র সনে ;

তাই তব ছবিখানি মিশে ধীরে ধীরে

প্রভাত গগনে ।

নির্মল উষায় আজি কুণ্ডল-কুণ্ডল সাজি'

মিশা'বে কোমল প্রাণ রবির কিরণে ।

রবির ক্ষদ্রে তুমি যাও মিশে তবে

প্রভাতের বেলা, -

আমরা মরতবাসা বুঝিতে পারিনা

স্বপ্নের খেলা ।

আমি কতদিনে আর মিশিব ক্ষদ্রে তা'র,

কতকাল অস্ত্রক্ষেপে রহিব একেলা !

২৮শে আশ্বিন, ১৩৩৭

শেষ আশা ।

উষা হ'য়ে এল শেষ, ভাসে দিক আলোকে,
 পাখীকুল গান গায় পুলকে ।
 বিকশিত ফুলবনে ফুল তুলি' নয়তনে
 পরা'য়েছিলাম তা'র অলকে ;
 তনি' কোকিলের গানে যুমঘোর মাথা প্রাণে
 চেরেছিল মুখপানে পুলকে ;—
 কোথা সে চলিয়া গেল পলকে !

রয়েছি তাহার আশে একা বসি' কাননে,
 কত রচিয়াছি গান বতনে ।
 একদিন নিশি শেষে আমি' ফুলবালা বেশে
 ঘোরে কেলি' গেল যে সে কেমনে !
 আজি সেগো কোন আশে কোন সুখ ব্রোতে ভাসে,
 যার শুধু জল আসে নয়নে !
 তা'র কিছু নাই কিগো স্মরণে !

উষা।

বকুল শাখায় পিক ডাকে ওই তিয়ারে,
ফুলগুলি হুলে পড়ে বাতাসে।
একা আমি গাঁথি হার, অধিকোলে জলভার,
পাখী কেন গাছে আর আকাশে!
এ কানন ছায়া ভরা, লতিকা কুমুম পরা,
মোর শুধু প্রাণভরা নিরাশে!
বিফলে কি গা'ব গান হতাশে!

এ সঙ্গীতে ভরা মোর পরাণের যাতনা,
এত নহে ভূবাকুল বাসনা।
এই গীত-অশ্রুধার যদি মর্মে পশি' তা'র
জাগায় বিস্তৃত কা'র বেদনা,
অশ্রু আনে চক্রে তা'র,— যুটিবে এ দুঃখভার,
হৃদয়ে রবেনা আর কামনা;
সফল হইবে মোর সাধনা।

৫ই বৈশাখ, ১৩০২।



* * *

ঘুমাও ঘুমাও ফিরে হে বীণা আমার !
 তুমি যে পাবনা জায় প্রকাশিতে মোর বাখা
 মোহনয় বাণীতে জাগাইয়া আকুলতা,
 করিতে জদয়ে তা'র করুণা সঞ্চার !

রাখ বার্থ উল্লাস তোমার,
 থেমে যাক যতেক স্বপ্নার ;
 বীণা তুমি ঘুমাও আবার,
 আমি যাই মরণের পার । *

* কাউলি হইতে অনুলিখিত।

